সমকাল

তারিখ ... 12 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

৩২০ প্রাথমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই

■ আনোয়ারুল হায়দার, *নোয়াখালী (উত্তর)*

নোয়াখালী জেলার ৩২০ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই। সহকারী শিক্ষক দিয়ে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করানো হচ্ছে। এতে করে জেলায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা মুখ থুবড়ে পড়েছে। সহকারী শিক্ষকরা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করায় শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করতে পারছেন না। এতে করে শিক্ষার্থীরা যথাযথ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ সমস্যা সমাধানে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করছে না। এ ছাড়া জেলায় ৫৩৩ জন সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে।

নোয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, এই জেলার নয়টি উপজেলায় ১১৮০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এই ১ হাজার ১৮০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রধান শিক্ষক থাকার নিয়ম থাকলেও কর্মরত রয়েছেন ৮৬০টি স্কুলে। দীর্ঘদিন ধরে ৩২০টি স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৬ হাজার ৮০ জন সহকারী শিক্ষকের অনুমোদিত পদ থাকলেও কর্মরত রয়েছেন ৫ হাজার ৫৪৭ জন। ৫৩৩ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ ছাড়া নয়টি উপজেলায় একজন করে প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার

নোয়াখালী

পদ থাকলেও কর্মরত রয়েছেন ৬ জন। দীর্ঘদিন ধরে তিনজন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। এতে ওইসব উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে। এ অধিদপ্তরের ৫৭ জন সহকারী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তার অনুমোদিত পদ থাকলেও কর্তব্যরত রয়েছেন ২৮ জন। দীর্ঘদিন ধরে ২৯ জন উপজেলা সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তার পদ শূন্য রয়েছে। এতে করে সংশ্লিষ্ট উপজেলার ক্লাস্টারগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম তদারকি বন্ধ থাকায় ব্যাহত হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষা।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির চাটখিল উপজেলা শাখার সভাপতি দেলোয়ার হোসেন কুসুম বলেন, প্রধান শিক্ষকবিহীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে যথাযথ পাঠদান করানো সম্ভব নয়। দ্রুত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শূন্য পদগুলো পূরণ করা উচিত।

এ ব্যাপারে নোয়াখালী জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন সিদ্দিকী বলেন, শূন্য পদগুলো দ্রুত পূরণ করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর চিঠি পাঠানো হয়েছে। আশা করি, খুব শিগগিরই এসব পদ পূরণ করা হবে। কিছুদিন আগে জেলায় ২২২ জন প্যানেলভুক্ত শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও গতিশীল করতে ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।